জা । র্মা । নি

দ্য প্লান অব অ্যাটাক

লিখেছেন জার্মানি থেকে **আবদুন নাছির**

৬১ বছর বয়স্ক বব উডওয়ার্ড (Bob Woodward) পেশায় একজন সাংবাদিক ও লেখক। ১৯৭২ সালে তার লেখা বই Watergate Affair তাকে খ্যাতি এনে দেয়। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের পতন ঘটে এই বইয়ের কারণে। নবেম্বর ২০০২-এ বব লেখেন Bush at war। সম্প্রতি তার মাস্টার পিস Plan of Attack বাজারে এসেছে। Washington Post-এ তার এই বই নিয়ে প্রতিবেদন বের হওয়ার পর সমগ্র আমেরিকাতেই আবারও আলোচনার ঝড় উঠেছে। জর্জ বুশের ক্ষমতার আসনকে প্রচন্ডভাবে কাঁপিয়ে তুলেছে। তার পুনর্নির্বাচনের আশায় শিলাবৃষ্টির প্রবল আঘাত হেনেছে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এ টুইন টাওয়ারে হামলার তিন মাস পরই বুশ ইরাক আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। সরকারের ৭৫ জন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিয়ে Bob Woodward তার বই Plan of Attack লেখেন। বুশের চোখে জল ছিল যখন তিনি যুদ্ধের হুকুম প্রদান করেন। বুশের যুদ্ধ পরিকল্পনারই কিছু তথ্য এই লেখায় তুলে ধরা হলো।

দিনটা ছিল বুধবার, নবেম্বর ২০০১-এর ২১ তারিখ। টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার ঠিক ৭২ দিন পর। জাতীয় নিরাপত্তা কক্ষে আলোচনা শেষ হওয়ার পর জর্জ বুশ খুব হৃদ্যতার সঙ্গে রামস্‌ফেল্ডের হাত ধরে বলেন, আমি আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। তারপর তারা দুজন ছোট্ট একটা কক্ষে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসেন। আমি চাই আপনি ... কথা বলার সময় বুশ সচরাচর যেমনটা করে থাকেন। তারপর আবার প্রথম থেকে কথা শুরু করেন। ইরাকের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ পরিকল্পনা করলে কেমন হয়? আপনার কি মনে হয় এ ব্যাপারে? রামস্‌ফেল্ড তার আধা পেশাগত ভঙ্গিতে বলে ওঠেন, একটা যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে গেলে অনেক সময় প্রয়োজন। কমপক্ষে এক বছর। কেননা প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই খতিয়ে দেখা দরকার। বুশ বলেন, ঠিক আছে তাহলে আমরা এখনই শুরু করি এবং আপনি টমি ফ্রাঙ্ককে দায়িত্ব দিয়ে দেন আমেরিকাকে রক্ষা করতে ও সাদ্দামের পতন ঘটাতে কি কি প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, বিষয়টা এমনভাবে ঘটানো যায় কি যেন আমাদের বিশেষ মতলবটা কেউ বুঝতে না পারে? রামস্‌ফেল্ড উত্তর দেন- নিশ্চয়ই। প্রেসিডেন্ট আরো একটা অনুরোধ করেন রামস্‌ফেল্ডকে, তিনি যেন দ্বিতীয় কারো সঙ্গে এ বিষয়টা নিয়ে আলোচনা না করেন। রামস্‌ফেল্ড বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু জর্জ বুশ ঐ সকালেই তার নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শদাতা কনডোলেসা রাইসকে জানান।

২৮ ডিসেম্বর শুক্রবার। ভোর পাঁচটায় প্রেসিডেন্ট তার ক্রাউফোর্ডের বাড়িতে ঘুম থেকে ওঠেন। স্বাভাবিকভাবে এ সময় বুশ তিন থেকে পাঁচ মাইল জগিং করেন। কিন্তু এই সকালে তিনি অপেক্ষা করছেন একজন বিশেষ অতিথির। প্রেসিডেন্ট তার বাড়ির একটা বিশেষ রুমে প্রবেশ করলেন। সেখানে টমি ফ্রাঙ্ক ভিডিও কনফারেন্স রুমে বুশের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করলেন। বড় পর্দায় বুশ তার যুদ্ধ কেবিনেটের সদস্যবৃন্দ ডিক চেনি, ডোনাল্ড রামস্‌ফেল্ড, কনডোলেসা রাইস, কলিন পাওয়েল ও জর্জ টেনেটের চেহারা দেখে খুশি হলেন।

মি. প্রেসিডেন্ট, যদি আমরা কিছু করতে চাই তাহলে আমাদের শুরু করতে হয়। আমাদের যুদ্ধ ক্ষমতাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে হলে সামান্য কিছু পরিবর্তন ও পুনর্গঠন প্রয়োজন- বললেন টমি ফ্রাঙ্ক। আমেরিকা এখন আফগানিস্তান নিয়ে ব্যস্ত। সুতরাং আমাদের সৈন্যদের পুনর্গঠনে সাদ্দাম বা অন্য কেউই তেমন গুরুত্ব দেবে না বা কারণ বুঝতে পারবে না। ফ্রাঙ্ক বলেন, আমি চাই কাতারে আমাদের যে ঘাঁটি আছে সেখান থেকে যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জাম কুয়েতে স্থানান্তর করতে হবে এবং আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমি চাই কয়েকশ' মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে কাতারের ঘাঁটিকে সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে। পরিকল্পনার কথা শুনে মনে হলো প্রেসিডেন্ট খুব খুশিই হয়েছেন।

'আমি জানতে চাই, প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার কোন পথ বেছে নেয়া উচিত ছিল'- দুই বছর পর লেখকের সঙ্গে এক ইন্টারভিউতে বুশ এ কথা বলেন। 'আমি খুঁজতে চেষ্টা করি একজন কমান্ডারকে কোন বুদ্ধিমান প্রশ্নটি করা যেতে পারে, যে আফগানিস্তানে আমার নজর কেড়েছে। আমি যুক্তি দিয়ে যাচাই করি। আমি তিক্ষ্ণভাবে তার চেহারার ভাষা নিরীক্ষণ করি, তার চোখ, তার আচরণ। এটা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ কৃত্রিমভাবে বা আন্তরিকভাবে আচরণ করছে।'

কলিন পাওয়েল, গর্বিত প্রাক্তন জেনারেল এবং চিফ ডিপ্লোম্যাট নতুন যুদ্ধের আয়োজন দেখে এবং শুনে কিছুটা অস্বস্তিবোধ করছিলেন। কেননা নতুন অফিসার হিসেবে দুই পর্যায়ে তিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধে দায়িত্ব পালন করেছেন। যুদ্ধের বাস্তব অবস্থা এবং অসম্মতি প্রকাশ খুব কাছ থেকে তিনি দেখেছেন। জেনারেলরা অনেক সত্য ঘটনা রাজনৈতিক নেতাদের বলেননি, যা তার দিক থেকে যথেষ্ট সন্দেহমুক্ত নয়। কিন্তু ২০০১ সালে ওয়াশিংটন এবং হোয়াইট হাউসে এমনকি পররাষ্ট্র দপ্তরের অনেকে মনে করতে থাকে যে অতিরিক্ত

রক্তপাত ছাড়াও যুদ্ধ সম্ভব। তাছাড়া কখনও কখনও যুদ্ধ হচ্ছে শুধু উত্তেজনাকর একটা খেলা। কলিন পাওয়েল টেলিফোনে কথা বললেন টমি ফ্রাঙ্কের সঙ্গে। সরাসরি যোগাযোগ দুজনের জন্যই ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষ করে টমি ফ্রাঙ্কের জন্য। কেননা, তাকে কোনো কিছু বলতে হলে রামস্‌ফেল্ডের মাধ্যম হয়ে বলতে হবে নিজেকে রক্ষার জন্য। পাওয়েল বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ে যুদ্ধের নতুন থিওরি নিয়ে। তিনি ফ্রাঙ্ককে সতর্ক করে বলেন, প্রয়োজনের চেয়ে কম সৈন্য যেন নিয়োগ না করে।

এদিকে জর্জ বুশ চলে আসেন ইউরোপ সফরে। ২৩ মে ২০০২ জার্মানিতে সাক্ষাৎ করেন বুনডেস কানজেলার গেরহার্ড শ্রোয়েডারের সঙ্গে এবং ২৬ মে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাকের সঙ্গে। প্রেস কনফারেন্সে দু'দেশের রাজধানীতেই বুশ বলেন, যুদ্ধের কোনো পরিকল্পনা তার টেবিলে নেই। অথচ কোনো রকম দোদুল্যমান ছাড়াই তিনি যুদ্ধের স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন অনেক আগেই। শুধু জায়গা বুঝে তিনি তিন মাস পূর্বের কথারই পুনরাবৃতি করে বলেন, 'আমাকে সব পথ খোলা রাখতে হবে।' এ সপ্তাহেই ২১ মে জেনারেল টমি ফ্রাঙ্ককে সাংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন করা হয় ইরাক যুদ্ধের জন্যে কতো সৈন্য এবং সময় প্রয়োজন। ফ্রাঙ্ক উত্তর দেন এভাবে- এটা একটা খুব ভালো প্রশ্ন কিন্তু আমি এর জবাব দিতে পারবো না। কেননা, আমার চিফ এখনও আমাকে অনুরোধ করেননি আক্রমণ পরিকল্পনা দাখিলের জন্য।

জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে 'টিম' (CIA প্রদত্ত গোপন নাম) অন্য সাতজন সহকর্মী নিয়ে তুর্কাইয়ের ওপর দিয়ে ইরাকে প্রবেশ করেন। টিমের বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। ১.৯০ মিঃ লম্বা, কালো চুল, আরবিতে কথা বলেন অনর্গল। যখন তিনি মৃদু হাসেন তখন তাকে একজন চিত্রতারকার মতো মনে হয়। টিম তার দলসহ তুর্কাই সীমান্ত এবং বাগদাদের মধ্যবর্তী পাহাড়ঘেরা একটা শহর সুলায়মানিয়াতে অবস্থান নেন। সেখানে তাদের কাজ হলো সাদ্দামের সেনাবাহিনী থেকে পলাতক সেনা অফিসার যারা কুর্দিস্তানে আশ্রয় নেন তাদের বক্তব্য শোনা। আগস্টের শেষের দিকে টিমের কাছে হাজির হন একজন কুর্দিস। 'জানো এখানে একটা বড় ধর্মীয় গ্রুপ আছে তারা তোমাকে সাহায্য করতে রাজি'- লোকটা বললেন। এই গ্রুপের মানুষ সাদ্দাম কর্তৃক নির্যাতিত এবং নিগৃহীত। তারা ফানাটিক এবং ক্ষমতা দখলের জন্য ক্ষুধার্ত। তাদের একজন নেতা আছে। তার হাজারো সমর্থক আছে যারা যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। তারা চায় তোমাদের সমর্থন এবং নিশ্চয়তা। এ সংবাদ পেয়ে টিম তার জিপ কত দ্রুত চালিয়েছিলেন তা তিনি নিজেও জানেন না। যত দ্রুত সম্ভব এ সংবাদ ওভাল অফিসে পৌঁছাতে হবে। পরবর্তীতে CIA এই দলটির গুপ্ত নাম দেয় DB/ROCKSTARS.

কলিন পাওয়েল যথেষ্ট নার্ভাস হয়ে পড়েন। কেননা সমগ্র ইরাক আলোচনা সামরিক আক্রমণের পরিকল্পনায় রূপ নিচ্ছে। রামস্‌ফেল্ড এবং ফ্রাঙ্কের প্রতিটি ব্রিফিংয়ে এ কথা বোঝা যাচ্ছে। পাওয়েল রাইসের সঙ্গে কথা বললেন। এটা অসম্ভব, যদি এই ব্রিফিং নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয় তাহলে অসুবিধা হতে পারে। আমাকে অতিসত্বর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে হবে এবং তাকে কিছু কথা জানাতে হবে, যা ইতিপূর্বে কেউ তাকে বলেননি। বুশ বিকেল ৫টায় আমন্ত্রণ জানালেন পাওয়েল এবং রাইসকে তার বাসভবনে। পাওয়েলের নোটিশ বই তিন থেকে চার পৃষ্ঠা ভরা যেগুলো নিয়ে আলাপ করতে হবে। তিনি বললেন, ২৫ মিলিয়ন মানুষ আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সমস্যা সমাধান করতে পারে। এই মানুষগুলো আপনারই। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হিসেবে এটা আপনার প্রথম দফার দায়িত্ব পালন। প্রেসিডেন্ট কি চান ইরাক সমস্যা দিয়েই তার দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে? বুশ পাওয়েলের কথা শুনে প্রশ্ন করেন, আমি কি করতে পারি? পাওয়েল বুঝলেন প্রেসিডেন্ট তার মুখ থেকেই কথা শুনতে চান। তিনি বললেন, আপনি একটা কোয়ালিশন গঠন করতে পারেন অথবা জাতিসংঘের মাধ্যমে উদ্যোগ নিতে পারেন। রাইসের খুব পছন্দ হলো কোয়ালিশন গঠনের প্রস্তাব এবং বলেন কোয়ালিশনই সাফল্যের একমাত্র নিশ্চয়তা, পাওয়েল আরো কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। চাচ্ছিলেন সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে যে যুদ্ধ যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী শেষ না হয় তাহলে বিপদ হতে পারে। কিন্তু সে কথা বলার সুযোগ হয়নি তার। পাওয়েল একজন সতর্ক যোদ্ধা। তিনি তার হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধের টেবিলে রাখতে পারছিলেন না। পরের দিন রাইস পাওয়েলকে টেলিফোন করে বলেন, আলোচনাটা খুবই সুন্দর ছিল, আমাদের উচিত ঘন ঘন একসঙ্গে বসা।

টিম দু'ভাইয়ের সঙ্গে পরিচিত হন যাদের বাবা ধর্মীয় গ্রুপের নেতা। টিম তাদের বলেন, আমি তোমাদের সাহায্য করবো। আমি তোমাদের জন্য চাঁদে যেতেও রাজি, কিন্তু তোমাদের একজন কর্মরত সেনা অফিসারকে আমার কাছে আনতে হবে। দু'ভাই বললেন, কোনো সমস্যা হবে না। কয়েক দিনের মধ্যেই তারা হাজির করলেন একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেলকে, যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিমান ঘাঁটিতে কর্মরত। টিম খুশি হন দু'ভাইয়ের কর্মতৎপরতায়।

২১ ডিসেম্বর ২০০২ শনিবার CIA প্রধান জর্জ টেনেট এবং তার সহকারী জন ম্যাকলাউগলিন ওভাল অফিসে যান। সেখানে প্রেসিডেন্ট বুশ, ডিক চেনি, কনডি রাইস এবং আন্দিকার্ড এদের সঙ্গে আলোচনায় বসা এবং সাদ্দামের মারণাস্ত্রের প্রমাণ দাখিল করা তাদের উদ্দেশ্য। সবাই অধীর আগ্রহে বসে আছেন। ম্যাকলাউগলিন স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবি সবাইকে দেখালেন- একটা কেমিক্যাল ওয়েপন ফ্যাক্টরি রকেট নিক্ষেপ করার স্ট্যান্ড এবং দুই সেনা অফিসারের কথোপকথনে রেকর্ড শোনালো যার অনুবাদ করলে অর্থ হয় 'নার্ভ গ্যাস'। সব যখন দেখানো শেষ হলো তখন জর্জ বুশ বলে উঠলেন- 'সুন্দর প্রচেষ্টা' কিন্তু এই কি সব? টেনেট সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করে বলেন, মি. প্রেসিডেন্ট মারণাস্ত্রের ব্যাপারে আমরা মৃত্যুর মতোই নিশ্চিত। জর্জ বুশ আবারও প্রশ্ন করেন, জর্জ আপনি কতোটা নিশ্চিত? জর্জ টেনেট একজন বাস্কেটবল ফ্যান। তিনি আবার হাত উঁচু করে বলেন, উদ্বিগ্নের কোনো কারণ নেই, It is a slam Dunk.

ডিসেম্বরের শেষে প্রেসিডেন্ট কনডোলেসা রাইসকে প্রশ্ন করেন, আপনি কি মনে করেন? আমরা কি এটা করবো? তিনি বোঝাতে চেয়েছেন 'যুদ্ধ'। ইতিপূর্বে বুশ কখনই রাইসের কাছ থেকে এমনভাবে প্রশ্ন করে উত্তর শুনতে চাননি। রাইস জবাব দেন, হ্যাঁ। পরবর্তীতে বুশ বলেছিলেন রাইসকে ছাড়া অন্য কাউকে তিনি এমন প্রশ্ন করেননি। কেননা তিনি জানতেন চেনি কি ভাবছেন এবং পাওয়েল ও রামস্‌ফেল্ডকে জিজ্ঞাসা করেননি একই কারণে।

প্রতিদিনের আলোচনায় চেনি বুঝলেন প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গেছে। সুতরাং যে দেশগুলোর মাধ্যমে আক্রমণ পরিচালিত হবে তার মধ্যে সৌদি আরব একটি। তাই চেনি আমন্ত্রণ জানালেন রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মরত প্রিন্স বানদারকে। ১১ জানুয়ারি ২০০৩ হোয়াইট হাউসের পশ্চিম দিকে একটি ঘরে রিচার্ড মায়য়ার বের করলেন বড় একটা ম্যাপ এবং ব্যাখ্যা করতে থাকলেন আক্রমণের ক্ষেত্রগুলো। প্রথম পর্যায়ে অবিরাম বিমান হামলা, স্থলপথে কুয়েত থেকে সৈন্যবহর, স্পেশাল ফোর্স এবং প্যারা মিলিটারির মার্চ করানো। বানদার ম্যাপটা দেখে একটা কপি পেতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। রামস্‌ফেল্ড জবাব দিয়েছিলেন- না নেয়াই ভালো। বানদার প্রশ্ন করেছিলেন, সাদ্দামের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু? তার শেষ পরিণতি কি হবে? এবার চেনি তাকে উত্তর দেন- আমরা আক্রমণ শুরু করলে সাদ্দাম শেষ।

১৩ জানুয়ারি সোমবার ওভাল অফিসে বুশ শুধু কলিন পাওয়েলকে ডাকেন, ডিক চেনি ও কনডোলেসা রাইসকে ছাড়াই। প্রেসিডেন্ট তাকে বলেন, আমার মনে হয় আমাকে এখন অবশ্যই পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দিতে হবে। কলিন পাওয়েল আধা প্রশ্নবোধক করে জিজ্ঞাসা করেন আপনি কি ফলাফল সম্পর্কে অবগত? হ্যাঁ আমি অবগত, জবাব দেন প্রেসিডেন্ট। বুশ আরো বলেন, এটা আমাকে করতেই হবে। পাওয়েল বলেন, আমি জানি। আপনি কি আমার পক্ষে প্রশ্ন করেন প্রেসিডেন্ট। আমি চাই আপনার সঙ্গে থাকতে, জবাব দেন পাওয়েল। একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করছেন তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে- হ্যাঁ অথবা না। পাওয়েল উত্তর দেন, হ্যাঁ আমি আপনার সঙ্গে আছি। চলে যাওয়ার সময় কলিন পাওয়েল আপন মনেই বলতে থাকেন তিনি এটা করবেনই। পাওয়েল নানা রকম চিন্তা করছিলেন। ভাবছিলেন পরে হয়তো তিনি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন।

১৯ মার্চ বুধবার সাতটা চল্লিশ মিনিটে বুশ টেলিফোন করেন টনি ব্লেয়ারকে। দুজনেরই খুশি ভাব। দু'জনেই আর একবার যুদ্ধ পরিকল্পনাকে খতিয়ে দেখালেন কোনো পরিবর্তন আনতে হবে কিনা। তারপর Situation Room-এ ঢোকেন ফ্রাঙ্ক এবং তার দলকে আক্রমণের হুকুম দেয়ার জন্য। এটাই বোধহয় প্রথম যুদ্ধের আগের সন্ধ্যায় একজন প্রেসিডেন্ট তার কমান্ডারদের সঙ্গে সরাসরি আলাপ করলেন। ভিডিও পর্দায় ফ্রাঙ্ক এবং অন্য নয়জন কমান্ডারের ছবি ভেসে উঠলো। আপনাদের সবকিছুই আছে যা আপনাদের প্রয়োজন? প্রশ্ন করেন বুশ। হ্যাঁ, একের পর এক কমান্ডার জবাব দেন। তারপর ছোট্ট ভাষণের মতো বুশ বললেন, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ইরাকি জনগণের মুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমি অপারেশন IRAQI FREEDOM-এর হুকুম দিলাম। ঈশ্বর আমাদের সৈন্যদের সহায় হবেন। তারপর বুশ মিলেটারি কায়দায় স্যালুট প্রদান করেন। যুদ্ধের হুকুম দেয়ার পর বুশ পদচারণা করছিলেন, তার চোখে ছিল জল।

ঐদিন ১৬টার সময় Rockstars-এর একজন সংবাদ পাঠালো যা দ্রুত ওভাল অফিসে স্থানান্তর করা হলো। জর্জ টেনেট বললেন সাদ্দামের দুই ছেলেকে দেখা গেছে এক জায়গায়, সাদ্দাম ২-৩ ঘণ্টা পর সেখানেই যাবেন। বাগদাদের নিকটবর্তী ডোরা ফার্মে একটি বাঙ্কার Rockstars-রা বের হয়ে আনুমানিক দূরত্ব মাপলো, টেনেট স্যাটেলাইট থেকে ছবি সংগ্রহ করে দেখালেন। ছবি থেকে বোঝা যায় এটা Tigris-এর। প্রেসিডেন্ট ওভাল অফিস থেকে শুধু চেনিকে ছাড়া অন্য সবাইকে বাইরে পাঠান। তারপর চেনিকে জিজ্ঞাসা করেন, আমরা কি ওদেরকে ধরতে পারবো? তাহলে যুদ্ধ সংক্ষিপ্ত হয়ে যেত।

ওয়াশিংটনের সময় ১৯.১২ মি. বাগদাদে তখন বৃহস্পতিবার ভোর-এ সময় বুশ হুকুম দিলেন আক্রমণ চালানোর। সকাল সাড়ে চারটার দিকে টেনেট Situation Room-এ আসেন এবং কর্তব্যরত অফিসারকে বলেন, প্রেসিডেন্টকে বলেন যে আমরা বদমায়েশদের পেয়েছি। কর্তব্যরত অফিসার ঘুমন্ত প্রেসিডেন্টকে জাগাননি। বুশ যখন ৬.৩০-এ ওভাল অফিসে আসেন তখন আর কেউই ততটা নিশ্চিত না। বিমান হামলা থেকে সাদ্দাম ও তার ছেলেরা বেঁচে গেছে।

লেখকের সঙ্গে পরবর্তী ইন্টারভিউতে প্রেসিডেন্টের কাছে জানতে জানতে চাওয়া হয়েছিল তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিনা। উত্তরে বুশ বলেন, আমি এক সময় রাইসকে বলেছিলাম, আমি আমার প্রেসিডেন্টের পদকে পাশার চালে ফেলতে প্রস্তুত। আমি তাই-ই করবো যা আমি সঠিক মনে করবো। দুই ঘণ্টা পর আমরা ওভাল অফিস থেকে বের হলাম। বাইরে অন্ধকার হয়ে আসছে। আমি প্রশ্ন করলাম, ইরাক যুদ্ধের কাহিনীর রায়টা কেমন হবে? বুশ মৃদু হেসে বললেন, 'কাহিনী'! ঘাড়টা মৃদু ঝাঁকিয়ে হাত দুটো প্যান্টের পকেট থেকে বের করে প্রসারিত করে দেন- কাহিনী অনেক দূরে চলে গেছে। তিনি হয়তো বলতে চাচ্ছিলেন, আমরা জানি না। তখন হয়তো আমরা সবাই মরে যাবো।

ফ্রান্স

বর্ষবরণ অনুষ্ঠান

সোনার বাংলা সংগঠনটি প্যারিসে দ্বিতীয়বারের মতো বর্ষবরণ পালন করেছে। প্রথমবার পালন করেছিলো ১৪১০ বঙ্গাব্দের বর্ষবরণ ঘরোয়া পরিবেশে। যেখানে প্রায় ১০০ জনের মতো বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন। এবার ১৪১১ সালের বর্ষবরণ পালিত হয়েছে ESPACE HOCHE, 20, Rue du pre saint gervais, 93500 Pantin-এর অডিটোরিয়ামে। যেখানে ৪০০ থেকে ৪৫০ জনের মতো বাংলাদেশী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। বিকেল ৫.৩০-এ অনুষ্ঠান শুরু হয় সোনার বাংলার সদস্যদের পরিচয়ের মাধ্যমে। সংগঠনের সভাপতির আহবানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়। সংগঠনের সাঃ সম্পাদক গত বছরের কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম তুলে ধরেন সবার মাঝে, এর পরই শুরু হয়ে যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথমেই বৈশাখের সেই চিরায়ত গান 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো' গান পরিবেশিত হয় সম্মিলিত কণ্ঠে। পরে সংগীত পরিবেশন করেন রোকেয়া সুলতানা রুমি, রনি, হেনা ভাবী, শিউলী গিয়াস, সাগর বড়ুয়া ও আরিফ রানা। তবলায় ছিলেন কমল খান। সোনার বাংলার মজার খবর পরিবেশন করেন আবেদ আনসারী, অনুষ্ঠানে রবি ঠাকুরের একটি কবিতা আবৃত্তি করেন কাজী রাসেল আর উপস্থাপনায় ছিলেন পুতুল। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন সাবেক সভাপতি ও সংগঠনের বর্তমান সদস্য রোমেল আজাদ (রাফি)। বর্তমান সভাপতি নিয়াজউদ্দীন চৌধুরী হীরা, সাধারণ সম্পাদক আওয়াল রহমান দ্বীপ, কোষাধ্যক্ষ আনোয়ার চৌধুরী পলাশ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জাফর রেজওয়ান আলী জুয়েল। এছাড়া কামাল, ইশতিয়াক, আবেদ আনসারী, শোয়েব, মামুন ও আক্তার এবং বিশেষ সহযোগিতায় সোনার বাংলার সদস্যবৃন্দের পরিবারবর্গ। সোনার বাংলা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে ফ্রান্সে বসবাসরত বাংলাদেশীদের, যারা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠান সফল করতে সহযোগিতা করেছেন ও স্মরণিকায় যারা তাদের লেখা ও ব্যবসায়ীগণ বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এবং ধন্যবাদ সেই সব স্বেচ্ছাসেবকদের যারা অনুষ্ঠানে অনেক পরিশ্রম করেছেন।

ফ্রান্সে বর্ষবরণ উৎসবে প্রবাসীরা সঙ্গীত পরিবেশন করছে

আওয়াল রহমান দীপ, ফ্রান্স

ই ।টা ।লি

বোলছানো স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনে বাঙালি

বেগম রোকসানা একজন ক্যানডিডেট। তার সঙ্গে কথা হলো...

অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বোলছানো। পালাবদলের খেলায় প্রকৃতিতে বিদায়ী শীতের আমেজ থাকলেও চারদিকে বসন্তের আগমনী গান। বসন্তের মনমাতানো হাওয়ার মতোই বোলছানোর প্রবাসীদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে নির্বাচনী বাতাস। আগামী ২৩ মে ইটালির বোলছানোতে বহিরাগত উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচনে চারজন বাংলাদেশী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন যার মধ্যে মেধায় ও মননে বেগম রোকসানা অন্যতম।

১৯৮৩ সালের ১২ নবেম্বর সিলেটের কানাইঘাটে বেগম রোকসানা জন্মগ্রহণ করেন। তিনবার প্রভিন্সিয়াল বৃত্তিধারী রোকসানা বর্তমানে IPC কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্রী। তার লেখাপড়ার বিষয় একান্ত সাক্ষাৎকারে বেগম রোকসানার কাছ থেকে জানতে পারি কি কারণে তার নির্বাচনে আসা, নির্বাচন পরবর্তী পদক্ষেপ কি ইত্যাদি বিষয় Tourism।

ইফফাত: বহিরাগতদের জন্য বোলছানো পৌরসভা উপদেষ্টা নির্বাচনে প্রার্থী হতে উদ্যোগী হলেন কেন?

রোকসানা : তখন ফেব্রুয়ারিমাস। কয়েক দিনের শিক্ষাসফর শেষে বাসায় ফিরে দেখি একটি চিঠি পাঠিয়েছেন মেয়র চিঠিতে মেয়র Giovanni salghetti Drillo. সাহেব উপদেষ্টা নির্বাচনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং এক পর্যায়ে আমাকে নির্বাচনী প্রার্থী অথবা ভোটার হিসাবে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এরপর নির্বাচন সম্পর্কে আমি পৌরসভা থেকে আরো বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করি এবং এক পর্যায়ে মনে হয় বোলছানোতে অবস্থানরত বাংলাদেশী তথা বহিরাগতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচনে আমান প্রার্থী হওয়া উচিত।

ইফফাত : ২৩ মের নির্বাচনে নির্বাচিত হলে আপনি বহিরাগতদের অধিকার আদায়ের জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ নেবেন বলে মনে করেন?

রোকসানা : (একটু হেসে) আমি কি করি এটা বড় কথা নয় বরং দেখতে হবে কি ধরনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রশাসন এই নির্বাচনের আয়োজন করেছেন। ইতিমধ্যে আমি উপদেষ্টা নির্বাচন সংক্রান্ত সংবিধান ও বিভিন্ন আইন-কানুন Studyকরে যতদূর জানতে পেরেছি তা হলো বহিরাগতদের বাসা, কাজ, শিক্ষা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যা এবং তার সমাধানভিত্তিক প্রজেক্ট পৌরসভা কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরাই প্রতিনিধিদের একমাত্র কাজ হবে। সুতরাং নির্বাচিত হলে প্রশাসনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বহিরাগতদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে আমি আমার জনগণের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

ইফফাত : বোলছানোর কোনো সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কি আপনি জড়িত?

রোকসানা : হ্যাঁ জড়িত। বাংলা ভাষাভাষিদের সুবিধার্থে Radio Vox Bolzano থেকে নিয়মিত বাংলা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় দিনগুলোতে প্রচার করে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। আমি ঐ সমস্ত বিশেষ অনুষ্ঠানে অতিথি শিল্পী হিসাবে কাজ করি। ভাষাগত সমস্যা নিয়েও অনেকে আমার কাছে আসেন। আমি তাদের অনুবাদ, ইটালিয়ান ভাষা বোঝার ও শিক্ষার জন্য সবসময় সহযোগিতা করে থাকি। তাছাড়া অনেকে অনেক ধরনের সমস্যা নিয়ে আমার কাছে আসে, আমি সাধ্যমত তাও সমাধা করার চেষ্টা করে থাকি।

ইফফাত : আমরা জানতে পেরেছি যে, উপদেষ্টা নির্বাচনে আপনি ছাড়াও অন্যান্য বাংলাদেশী প্রার্থী হয়েছেন, এদের সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

রোকসানা : এখানে প্রতিক্রিয়ার কিছুই নেই। আগামী নির্বাচনে নির্বাচিত হবে মোট ১৬ জন উপদেষ্টা। সুতরাং সেখানে যদি একাধিক বাংলাদেশী নির্বাচিত হয়, তবে জাতিগতভাবে এর চাইতে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে বলুন?

ইফফাত : ২৩ মের নির্বাচনে আপনার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে কতটুকু সেতুবন্ধ হবে বলে মনে করেন?

রোকসানা : এ প্রশ্নের জবাব ২৪ অথবা ২৫ মে দেয়া সহজ হবে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি জিতবো, অবশ্যই জিতবো, ইনশাল্লাহ।

ইফফাত : বোলছানোর বহিরাগত তথা প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্দেশে কিছু বলুন?

রোকসানা : শৈশব থেকে সুপ্ত মানব-কল্যাণের অদম্য কৌতূহল নিয়ে আমি বিন্দু বিন্দু করে বড় হয়ে উঠেছি। আমার লেখাপড়ার বিষয়বস্তুও সেবাভিত্তিক। অবশেষে বোলছানো পৌরসভা নির্বাচন আমার সেই সুপ্ত স্বপ্নের উঠানে বীজ রোপণের সুযোগ এনে দিয়েছে। সুতরাং আমি জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে আপামর জনগণের কাছে রায় চাই। আমাকে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করে বহিরাগতদের কণ্ঠ বলিষ্ঠ করতে সহযোগিতা করুন।

Iffat Ara, M.A.L.L.B
News Reader of Radio Vox
Via Molini-16, 39040 Termeno
(BZ), Italy
Ph. 0039 0471 863024
e-mail iffat bolzano@ yahoo. Com

প্যা । রি । স

আইফেল টাওয়ার

ইউরোপের দর্শনীয় শহরগুলোর মধ্যে প্যারিস অন্যতম। প্যারিসের আইফেল টাওয়ার মধ্যযুগে সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে ছিলো একটি। প্যারিসের প্রধান শোভা এখনো আইফেল টাওয়ার। ১৮৮৪ সালে ফরাসি বিপ্লবের শত বর্ষ উদযাপনকে সামনে রেখে আইফেল টাওয়ার নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। আইফেল টাওয়ারের মূল নকশা করেন আইফেল টাওয়ার এন্টারপ্রাইজের দু'জন ইঞ্জিনিয়ার। এর একজন হলেন মরিস কলিন আর অন্যজন এমিল গনিয়ার। ১৮৮৯ সালে Mr. Gustave Eiffel এই টাওয়ারটি স্থাপন করেন। ১৮৮৭ সালের ২৬ জানুয়ারি টাওয়ার তৈরির কাজ শুরু করেন এবং দু'শ পঞ্চাশ জন শ্রমিক বিরতিহীনভাবে কাজ করে ১৮৮৯ সালের ৩১ মার্চ তার নির্মাণ কাজ শেষ করেন। ঐ বছরের ১৫ মে দর্শকদের জন্য তা খুলে দেয়া হয়। পুরো টাওয়ারটি তৈরি করতে লোহা বা স্টিলের মোট মেটাল পার্টস বা যন্ত্রাংশ ছিলো ১৮ হাজার ৩৮টি। আইফেল টাওয়ার চারটি পিলারের ওপর দাঁড়ানো, নিচে দু'পিলারের সঙ্গে টিকেট কাউন্টার। আইফেল টাওয়ারে কয়েক লাখ রঙিন বাতি বার বার তার রং বদলাচ্ছে। পুরো টাওয়ারের গায়ে লাখ লাখ লাইট জ্বলছে। এ দৃশ্য রাতের বেলায় দেখলে কি যে সুন্দর তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করানো যাবে না। আইফেল টাওয়ার দেখতে খুব চিকন মনে হলেও আসলে কিন্তু অনেক প্রশস্ত। একই সময় প্রায় ৫ হাজার লোক আইফেল টাওয়ারে উঠতে পারে। প্রতিবছর এখানে প্রায় ২৪ মিলিয়ন দর্শনার্থীর আগমন ঘটে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। আইফেল টাওয়ারের উচ্চতা ১০৮১ ফুট ৭ ইঞ্চি এবং এর ওজন দশ হাজার একশ' মেট্রিক টন। ভিজিটের জন্য লিফটের সাহায্যে টাওয়ারটির শীর্ষ স্থানে ওঠা যায়। এখান থেকে প্যারিস শহরের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় এবং প্রায় ৭৫ কিলোমিটার পর্যন্ত দেখা যায়। টাওয়ারটি ভিজিটের জন্য তিনটি ফ্লোর আছে। আমি ও আমার দুই বন্ধু জহির চৌধুরী ও অজিবুল্লা টিকেট নিলাম তৃতীয় ফ্লোরের। টিকেট কাটতে প্রায় ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট রোদের মাঝে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। টিকেট কাটার লাইনের সিস্টেম খুবই ভালো। দুই দিকে লোহার রেলিং দেয়া, হাজার হাজার লোকের ভিড়ে বাইরে থেকে যেন লাইনের ভেতর কেউ ঢুকতে না পারে। প্রথম ফ্লোরের উচ্চতা ১৮৭ ফুট উপরে এবং তার টিকেটের মূল্য ৪ ইউরো। প্রথম ফ্লোরে বিভিন্ন রকম দোকান আছে। ইচ্ছে করলে হালকা নাস্তা বা

বন্ধুদের সাথে লেখক

খাওয়া-দাওয়া করা যায়।

দ্বিতীয় ফ্লোরের উচ্চতা ৬৯৪ ফুট উপরে এবং তার টিকেটের মূল্য ৭.৪০ ইউরো। প্রায় চল্লিশ তলা সমান উঁচু এই ফ্লোরে ১৬০০ লোক এক সঙ্গে উঠতে পারে। দ্বিতীয় ফ্লোর থেকে তৃতীয় ফ্লোরে যেতে সময় লাগে ৩ মিনিট। এটাই হল টাওয়ারের শীর্ষস্থান। তৃতীয় ফ্লোরের উচ্চতা ৯১৮ মিটার এবং তার টিকেটের মূল্য ১০.৩০ ইউরো। নিচ থেকে আইফেলের চূড়ার দিকে তাকালে মনে হয় ওখানে দাঁড়াবার মতো কোনো জায়গা নেই। কিন্তু আমরা ওপরে উঠে অবাক হয়ে গেলাম যা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবার কথা নয়। এখানেও ৪০০ লোকের ধারণ ক্ষমতা। এখানে চার পাশের দেয়ালের উপরিভাগে বিশ্বের সব দেশের পতাকাসহ দূরত্ব দেয়া আছে। আইফেল টাওয়ার থেকে বাংলাদেশের (ঢাকা) দূরত্ব ৭৯২৭ কি. মি.। প্যারিসের সব চেয়ে উঁচু দালান 'মনপার্নাস' টাওয়ার ও সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সমাধির স্বর্ণখচিত মিনারের কারুকাজের চমক প্রায় ১১০০ ফুট ওপর থেকেও দেখা যায়। তৃতীয় ফ্লোর থেকে সিঁড়ি বেয়ে আরেক ধাপ উপরে উঠলাম। যাকে বলা হয় প্রকৃত টপ ফ্লোর। এর চারদিকে নেটের গ্রিল দেয়া। হঠাৎ দেখতে পেলাম একটি ঘরের ভেতর দুইটি লোকের ভাস্কর্য। একজন মি. গুস্তাব আইফেল আর অন্য জন টমাস আলভা এডিসন। একটু দূরে তার মেয়ে ক্লেইর দাঁড়ানো একটি ভাস্কর্য আছে। ১৮৮৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন এখানে এসেছিলেন। সেই স্মৃতি ধরে রাখা হয়েছে এখানে।

Abul Kalam Azad. C/o Sha Alam/Milon Chakma, Restaurant-New Ganga, 10 Rue des Trois Bornes 75011-Paris. Tel. 0033-143552255

জা । পা । ন

গুণ সংবর্ধনা

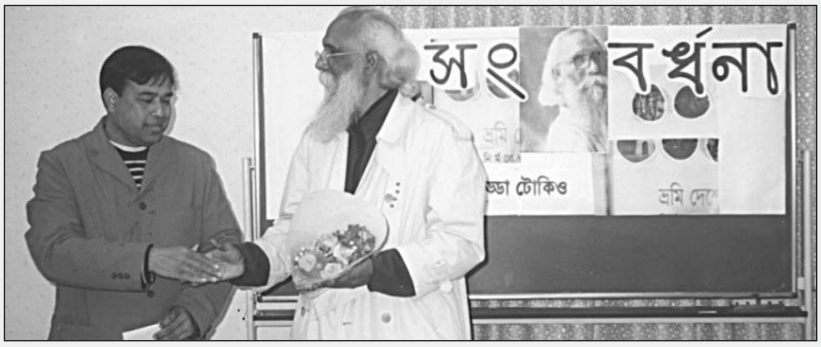

ফুলের তোড়া দিয়ে কবি নির্মলেন্দু গুণকে শুভেচ্ছা জানানো হয়

গত ২১ মার্চ Tokyo, Arakawa-ku, Machiya Bunka Center-এ আড্ডা টোকিও বাংলাদেশ থেকে জাপানে শিক্ষা সফরে আগত কবি নির্মলেন্দু গুণের সম্মানে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। গত বছরও আড্ডা টোকিও জাপানে প্রথম বাংলা কবিতা উৎসব উপলক্ষে কবি নির্মলেন্দু গুণকে আমন্ত্রণ জানান প্রধান অতিথি হিসাবে। কবিও তাদের আহ্বান সাড়া দেন। অনুষ্ঠানের প্রথমেই কবিকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জাপান থেকে প্রকাশিত বাংলা কমিউনিটি ম্যাগাজিনের সম্পাদক কাজী ইনসান। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রবীর বিকাশ সরকার, রাহমান মনি, মাছুম, সালেহ্ মোঃ আরিফ, কামন, কাইউম, মোঃ নজরুল এবং শাহীন। কবিতা আবৃত্তি করেন আবৃত্তিকার নাজিম, বিপুল কৃষ্ণ দাস, মোতালেব শাহ আইয়ুব। কবিকে উৎসর্গ করে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন সজল বড়ুয়া। ছড়াকার বদরুল বোরহানের পক্ষ থেকে কাজী ইনসান এবং কবি মোতালেব শাহ আইয়ুব নিজের লেখা বই কবিকে উপহার দেন। সংবর্ধনার জবাবে কবি নির্মলেন্দু গুণ তার বক্তব্যে শত ব্যস্ততার মাঝেও সময় করে তাকে সংবর্ধনা দেয়ার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি আড্ডা টোকিওকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, কবিতা উৎসবে তাকে আমন্ত্রণ না জানালে আজ তিনি জাপান আসতে পারতেন না। এ জন্য তিনি আড্ডা টোকিওর প্রতিটি সদস্য'র কাছে ঋণী।